আস্থা ■ কেশব চন্দ্র দাস

বাংলা হবে সালংকারা
মজার মজার যন্তরে।
দুঃখ, ব্যথা যাবে ঘুছে
সবার, ছুঁ-মন্তরে।

ষষ্ঠী তলায় উঠবে প্রাচীর
শিমূল তলায় ঘর।
চরণ-বিল ভরাট করে
হবে নয়া শহর।

ধানের ক্ষেতে বাজবে ভেঁপু
জঙ্গল কেটে রাস্তা।
বাংলা হবে সালংকারা
রাখিস সবাই আস্থা।

বে-আক্কেলের ভূত ■ নরেশ চন্দ্র রায়

রাজার মাথায় চাপল হঠাৎ বে-আক্কেলের ভূত
রাজা মশাই কাণ্ড ঘটান অদ্ভুত অদ্ভুত
এই না হলে দেশের রাজা
প্রজারা সব তেলে ভাজা
চিবোয় বসে রাজা মশাই হারামজাদারপুত!
রাজার মাথায় চাপল হঠাৎ বে-আক্কেলের ভূত!

চাঁদনী বুড়ি ■ দেবাশীষ ব্যানার্জী

যেই ডেকেছি চাঁদনী বুড়ি
মারল পিঠে কিল

শব্দ হল এমন জোরে
উড়ল একটা চিল

হেঁড়ে গলায় বলল আমায়
যাব নামখানায়

লঞ্চে বসেই দেখব আমি
নদী সাগর বিল।

যাত্রা মানা রেল গাড়িতে ■ সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

টিকিট কেটে স্বপ্ন দেখি
যাচ্ছি বহুদূর
চাবুক হাতে সওয়ার হয়ে
খাচ্ছি চুড়মুড়।

ঘোড়ায় চড়ে দেখছি এখন
পকেট পুরো ফাঁকা,
হিল্লি দিল্লি যন্তর মন্তর
সবই তবে আঁকা!

বছর বছর এমনি ভাবে
ঘুরব নানা দেশ
বিনি পয়সায় স্বপ্ন দেখি
কত অচিন দেশ।

আয় না মিলি-আয় না ঝিলি
সবাই মিলে চল্‌না
ঝমাঝম্ ছুটবে রেল
কেমন মজা বল না?

ভোর রাতে স্বপ্ন দেখে
ঝিলি-মিলি'র দাদা
কু ঝিক্ ঝিক্ চড়ছে রেল
কতগুলি গাধা।

অবশেষে গেল সবাই
আসল ভৃগুর বাড়িতে
পুঁথি ঘেটে জানায় ভৃগু
যাত্রা মানা রেল গাড়িতে।

পদযাত্রী

শম্ভু চক্রবর্তী

ভোরবেলায় বিশাল মাঠটির পাশ দিয়ে অসংখ্য মানুষ হাটেন। নানা বয়সের নানান মাপের নারী ও পুরুষ। কারণ হাঁটলে সুস্থ থাকা যায়। রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। হার্টে ব্লকেজ হবে না। ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। শরীরে মেদ কমবে(তাই হাটতে গেলে আর হাঁফ ধরবে না।

দীর্ঘজীবন পেতে তাঁরা নিয়মিত হাটেন। ঝিরঝিরে বাতাস বয়। বর্ষাকালে ছাতা মাথায়। তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি, শীতে গায়ে শীত বস্ত্র। বাতাসে ফুলের গন্ধ ভাসে। উঁচু উঁচু গাছগুলি থেকে ফুল ঝরে পড়ে, রাস্তায়।

ওরা কতরকম ভাবে। পায়চারী, কদমকদম, কেউ টগবগিয়ে তো কেউ গজেন্দ্রগমনে। কেউ দুলকি চালে তো কেউ গুটিগুটি। হনহনিয়ে হেটে যায় কেউ কেউ।

ঠিক সেই সময়ে, রাস্তায় ঘুমের আমেজ কাটানো পথচারীদের পাশাপাশি হেঁটে যায় তারা। পেছনে তাদের ছড়ি হাতে পরিচালক।

ওরা হাঁটে একই ভঙ্গীতে, নিঃশব্দ চরণে।
কষাইখানার দিকে। রোজ। ■

('গল্পের আড্ডা' অণুগল্প মালা-৪ থেকে পুনর্মুদ্রিত)

জীবন অথবা বিদ্রোহ

কল্যাণ ভট্টাচার্য

সে ভীরু চোখে চাইল।
সামনেই একটা নির্মম থাবা।
সে তার ছোট্ট শরীরটা ঢুকিয়ে দিল অন্য নরম শরীরের মাঝে। এক নিঃশ্বাসে ঢুকে যেতে চাইল—যতটা পারে।
একটা নরম শরীরকে পেয়েছে ওই কসাই। সে কাঁপতে কাঁপতেই শুনতে পেল তার সাথীটির মৃত্যুনাদ। কিছুক্ষণ পর সে না তাকিয়েও বুঝতে পারল তার বন্ধুর কাটা শরীর থরথর করে কাঁপছে।
দেখতে দেখতে আবার এগিয়ে এল সেই নিষ্ঠুর হাত। তার একবার মনে হল, আর সে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না। এভাবে প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুর থেকে চলে যাক তার প্রাণ। তথাপি প্রিয় খুদের কাছে কাটাবে অনন্ত জীবন—এই আকাঙ্খায় ডুবে যেতে চাইল অন্যান্য নরম শরীরের মধ্যে। সেই সব থেকে ছোট। তাই সহজেই ওদের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু হায়। সেই নির্মম থাবা তাকেই ধরল। পা-টা বেঁধে, ফেলে দিল পাল্লায়। কিন্তু ওজনে কম হওয়ায় আবার তাকে ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হল।
হঠাৎ সে আর নিচে যাওয়ার চেষ্টা করল না। সবার উপরে থেকে সেই নির্মম থাবায় ঠোকর মারতে থাকল।
ক্রমাগত। ■

('আজকের যোধন' থেকে পুনর্মুদ্রিত)

সম্পাদক
পাতাবাহার
৫/১৫৮৪ গয়েশপুর
নদিয়া, ৭৪১২৩৪

সংবর্ধনা

পরিতোষ রায়

আমাকে একটি সংবর্ধনা দিন। আগেও বলেছি, এখনও বলছি আপনাদের কথা মতোই লিখব। যেমনটি বলবেন, ঠিক তেমনটিই। হ্যাঁ, এটা ঠিক, আপনাদের কথা আগে শুনিনি। সবাই যেদিকে ঝুঁকেছিল আমিও সেদিকে গিয়েছিলাম। সেটা যে ভুল করেছিলাম তা এখন স্বীকার করছি। আর ভুল স্বীকার করলে, আপনারা ক্ষমা করে দেন তা তো সর্বজনবিদিত! আপনাদের ভুল হয়। আপনারা তা স্বীকার করেন। আর জনসাধারণ ক্ষমা করে। আমার ভুল আপনারাও ক্ষমা করবেন। এই আশা করতেই পারি! সুতরাং একটি সংবর্ধনা দিন আর নিয়ে নিন আমার যাবতীয় সত্তা আমার যাবতীয় লেখা ■

সে

রতন শিকদার

সৌম্য ট্রেন থেকে নামতেই দস্যি ছেলের মতো ঝেঁপে বৃষ্টি এল। হাতের ছাতা না খুলে দৌড়ে সৌম্য ঢুকে পড়ল শেডের নীচে। ওর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে। মাটির ভ্যাপসা গন্ধ ছাপিয়ে উঠে আসে তার বডি-স্প্রে-র সুবাস। সৌম্যর নাকে গন্ধটা ঢুকতেই যেন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ওর শরীরে, না কি মনে! আড় চোখে দেখে। সে-ও বোধহয় তাকিয়েছিল তার দিকে। নিমেষে চোখ ফিরিয়ে নেয় সে। তার উদাস দৃষ্টি সোডিয়াম ভেপার আলোর দিকে। সে বৃষ্টি মাপে।

মিনিট কয়েক কাটে। আরও বার তিনেক তার সাথে চোখাচোখি হতে গিয়েও হয় না। সে বারবার মুখ ফেরায় সোডিয়াম ভেপার আলোর দিকে। সৌম্য ভাবে, সে কি কিছু বলতে চায়? এই ভাবনাটা তাকে আরও একটু উত্তেজিত করে। নিজের মনে নিঃশব্দে উচ্চারণ করে, নাহ্, এবারে ছাতা মাথায় বেরোন যাবে। ওর তোড়জোড় দেখে সে জিজ্ঞাসা করে আপনি অটো-স্ট্যান্ডে যাবেন? যদি আপনার ছাতাটা শেয়ার করি.....

সৌম্য বোকার মতো হেসে ফেলে, এ আর এমন কথা কী। চলুন।

থ্রি-ফোল্ড ছাতা। স্বল্প বিস্তৃতি। গা ঘেঁষা-ঘেঁষি। পারফিউমের গন্ধ। ওরা এগোয় অটো-স্ট্যান্ডের দিকে। আবার ঝম ঝম বৃষ্টি। ওরা দাঁড়ায় দোকানের এক চিলতে শেডের নীচে। শরতের ছাগল-তাড়ানোর বৃষ্টি উধাও। ত্রয়োদশীর চাঁদ বেরোয় পুব আকাশে। সে এক ছুটে চলে যায় অটোর লাইনে। সৌম্যও গিয়ে দাঁড়ায় লাইনে। তাদের দুজনের মাঝে একটা ঢ্যাঙা লোক কাক-তাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। সৌম্য ভাবে, লোকটা যদি সামনেই কোথাও নামে। তারপর সৌম্য আর সে পাশাপাশি। স্বল্প পরিসর সিটে গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বসা। পারফিউমের গন্ধে মাতোয়ারা অটোর ভিতরটা....। শিহরণ জাগে সৌম্যর মনে, শরীরে। লাইন এগোতে থাকে। হায়, সে পঞ্চম সিটে বসতেই অটো ছুট লাগায়। এখন সৌম্যর সামনে শুধু কাক-তাড়ুয়া।

শরতের আকাশে আবার এক খন্ড কালো মেঘ কোথা থেকে যেন উড়ে এসে ঢেকে দেয় জ্যোৎস্না ছড়ানো ত্রয়োদশীর চাঁদটাকে। ■

ছোট গল্প এখন আর গল্প নয়

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কাকে ছোট গল্প বলে এবং কী কী ছোট গল্পের লক্ষণ সে বিষয়ে প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আমেরিকার বিখ্যাত গল্প লেখক এডগার অ্যালেন পো-১৮৪২ সালে। কিন্তু, তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও ছোট গল্পের লেখকরা এই শিল্পের যথার্থ স্বরূপ ধরতে পারেননি। তারপর ১৮৮৫ সালে ব্র্যান্ডার ম্যাথ্যুস নামে আর এক লেখক তাঁর 'The Philosophy of the short-story' শীর্ষক সমালোচনা গ্রন্থে ছোট গল্পের যথার্থ লক্ষণ তুলে ধরেন। সেই আর্দশ ও আঙ্গিক ইউরোপ ও আমেরিকার দীর্ঘ এক শত বৎসর ধরে অনুশীলিত হচ্ছে। তারপর ফ্রয়েড-য়ুৎ প্রভাবিত মনোবিকলন তত্ত্ব (Tsychoanalysis) বিশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য ছোট গল্পকে বিচিত্র দিকে প্রসারিত করেছে এবং ঘটনার চেয়ে চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রবণতার দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকেই ইউরোপীয় ছোট গল্পের নানা রূপগত পরিবর্তন হয়েছে। একালের ছোট গল্পের কাহিনি, চরিত্র, মনস্তত্ত্ব ও পরিবেশের প্রাধান্য এবং সমাপ্তিতে নাটকীয়তার চমক প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার বদলে লেখকের মনোভঙ্গির অন্তর্লীন ক্ষণিক দ্রুতধাবমান মুহূর্তগুলি, অর্থাৎ Imeression ছোটগল্পকে এক ধরনের পরস্পর-সঙ্গতিহীন প্রতীতি-পরম্পরায় পরিণত করেছে। ছোট গল্প এখন আর গল্প নয়, Absurd Drama -র মতো ছোটগল্পও ক্রমে Absurd short story -তে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে গল্প-আখ্যান প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথই যথার্থ ছোট গল্পের জীবন দান করেন। তাঁর আগে সঞ্জীব চন্দ্রের দুটি-একটি রচনায় ছোট গল্পের কিছু লক্ষণ ছিল। কিন্তু তখনও বাংলাদেশের কোন লেখকই ছোট গল্পের স্বতন্ত্র শিল্পকথা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তাঁরা এবং পাঠকেরা মনে করতেন, ছোট গল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখলে উপন্যাস হয় এবং উপন্যাসের ডালপালা ছেঁটে দিয়ে ছোট করে দিলে ছোট গল্প হয়। এ মত একেবারে ভ্রান্ত। ছোট গল্প ও উপন্যাসের ধরনধারণ ও রীতিপ্রকরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথই প্রথমে সচেতনভাবে ছোট গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন(তিনিই এর পথ নির্মাতা, আবার তিনিই এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। গীতিকবিতা ও ছোট গল্প মেজাজের দিক থেকে যেন যমজ ভাই। তাই গীতিকবির পক্ষে ছোট গল্প লেখা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের জনপ্রিয়তা যেমন হোক না কেন, ছোট গল্পে তিনি বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকের সমকক্ষ। ইতি পূর্বে আমরা দেখেছি 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' লিখলেও তিনি যেন তখন অন্তরের সুরটি ঠিক ভাবে ফোটাতে পারছিলেন না। তাই তাঁর উপন্যাস রচনায় দীর্ঘ বিরতি লক্ষ্য করা যায়। ইতিধ্যে তিনি এক বিচিত্র ধরনের সাহিত্য সৃষ্টিতে মেতে উঠলেন। নিজস্ব শিল্প-মানস সম্বন্ধে অতিপয় সচেতন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় মনে করেছিলেন, দীর্ঘায়ত উপন্যাসে নয়, ছোট গল্পেই তাঁর মনের মুক্তি ঘটবে। এই সময়ে তিনি সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদন রূপে যোগ দিলেন এবং প্রতি সংখ্যায় একটি করে ছোট গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হলেন। নানা কারণে এ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু ছোট গল্প রচনার নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। পদ্মাতীরে জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশোনা করবার অবকাশে তিনি বাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে পরিচিত হলেন, বাস্তব মানুষের বাস্তব সুখ-দুঃখের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। দ্বন্দ্ব-কলহ, মামলা-মোকদ্দমা, ত্যাগ-ভোগ, নীচতা-স্বার্থপরতা, স্নেহ ভালবাসা প্রকৃতির সংমিশ্রণে পল্লী-বাংলায় যে জীবন গড়ে উঠেছে তাকে গল্পে ফোটাতে তিনি উৎসাহী হলেন।.... ছোট গল্প রচনার আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত তাঁর অটুট ছিল, জীবনের প্রান্তভূমিতে পৌঁছিয়েও তিনি আধুনিক জীবন সমস্যাকে ছোট গল্পে গ্রহণ করে তরুণ লেখকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

(লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' থেকে পুনর্মুদ্রিত)

ভালমানুষী ■ সিদ্ধেশ্বর পোদ্দার

কিছু মানুষ সব সময় চেষ্টা করেন,
সবার কাছে ভাল থাকত।
এরা কখনও অপ্রিয় সত্যি কথা বলতে পারে না।

ভাবেন সবার কাছে ভাল থাকতে পারলে,
দু'চারটে পুরস্কারের শিকে ছিঁড়তে পারে।

আপোষ করে কি—
জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে দূরে সরে থেকে,
মানুষের পরিচয়ে বেঁচে থাকা যায় কী?

সূত্র ■ জর্জ সৌবি আজম

সকল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে
সূত্র আইজ্যাক নিউটন
সকল প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ আলিমুদ্দিন
সূত্র বিমান বুদ্ধ।

কখন আসবে গাড়ি ■ কার্তিক মোদক

দ্বিপ্রহরে খবর নিতে যেই এলুম-ইস্টিশানে
কখন আসবে গাড়ি
অতিথি হয়ে হৃদয়তল ছুঁয়ে যেতে তারি
কোন বিদেশে যাব আমি
কোথায় কোন দূর প্রবাসে
চকিত চমকে ট্রেন সিগন্যালে—
দেখব তোমায় দিয়েছো আমায় আড়ি
ছল ছল চোখ দু'টি তাই ভারি
হৃদয় তল ছুঁতে কখন আসবে তোমার গাড়ি।

মোহনায় ■ বিপ্লব সেনগুপ্ত

গভীর রাত কেউ জেগে নেই
নিস্তব্ধ, নির্জন রাতে নিস্তরঙ্গ দিঘির কালো জলে
বোবার মতো ঘন অন্ধকারে ছায়া ফেলে একমনে
কি যেন দ্যাখে
পাশের বিশাল জাম, আম গাছ আর সারি সারি বাঁশবন।

সন্ধ্যার কিছু আগে যে বাতাস খেলা করে গেছে আনমনে
যে বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে গেছে ফুল, কচি পাতা
যে বাতাস শব্দ তুলে ছুঁয়ে গেছে দিঘির কালো জল
সে বাতাস নিঃসঙ্গ গভীর রাতে
কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে কে জানে?

দিঘির জলের মতো মাছ কেউ জেগে নেই
দম বন্ধ অন্ধকারে চেয়ে দেখি জোনাকি আলোয়
অস্পষ্ট শান বাঁধা ঘাটে আমি একা, একা আমি বসে আছি
কেউ নেই আর।
জোনাকিরা মিট মিট করে জ্বলে, হাসে, কথা বলে
গান গায়, বেঁচে থাকা জীবনের গান।
অথচ দিঘির কালো জলে অস্পষ্ট বোবা অন্ধকারে টুপটাপ করে
ছিঁড়ে পড়ে স্মৃতির পল্লব।
বিস্ময়ে চমকে উঠি আমি এ যে আমারই লেখা
জীর্ণ, শীর্ণ এলোমেলো সারিবদ্ধ নিভৃত সংলাপ
জামগাছ, আমগাছ, বাঁশবন ছেড়ে ধীরে ধীরে ডুব দেয়
নির্জন দিঘির কালো জলে।
স্মৃতির বোবা সংলাপ মনের মোহনায় এসে
মিলেমিশে কখন যে একাকার হয়ে যায়
তখন যে আমার আমি চোখ বন্ধ অন্ধকারে
খুঁজে খুঁজে পাড় ভাঙ্গি স্মৃতির সোপান।

পায়ে পায়ে হাতে হাতে ■ সরিৎকুমার মিত্র

মাঝে মাঝে পৃথিবী পায়ে পায়ে চলে আসে আমার বাড়িতে
কথা হয়
গান হয়
খেলা হয়
কখনও তরিত্র, নিয়ে যায় সুদূরে

মাঝে মাঝে আমার উঠোনে নেমে আসে আকাশ
দূর উপকণ্ঠের মেঘমাখা ডানার পাখিরা
বৃষ্টি হয়ে আসে
রোদ হয়ে আসে
ছায়া হয়ে আসে
নীলের বিস্তারে নিজেকে ভেঙে ভেঙে
ওদেরই হয়ে যাই

মাঝে মাঝে কবিতা আমার ঘরে ঘর হয়ে বসে
চোখে মুখে ভোরের লাবণ্য
স্তনবৃন্তে ফোটা ফুলে মোমের নরম আলো
আলোর অন্তহীন নৈঃশব্দে হৃদয়ের
হাটখোলা খোপ, বাঁধনে বাঁধনে মুক্ত মনের প্রবাহ

উত্তরণের আনন্দে মানুষের পাশে
পেয়ে যাই মানুষ এবং সন্ধ্যারাগমুখ
তোমাকে,—নতুন বছরের কোল

এসহে নতুন, হাতে হাতে মুছি রক্ত-ক্ষ ত-দাগ,
শুরু করি ফুল দেয়া-নেয়া।

হত্যা ■ অনিকেত রহমান

টিভিতে গণহত্যার খবর দেখছি
বন্দুকের নলের সাথে মানব পেশির অসমতা
আমার চোখকে ঝাপসা করল।
হয়তো বা এক্ষু ণি ঝরে পড়বে।

হঠাৎ মৃদু পায়ে বিজ্ঞাপনের যুবতী
বিদেশী বাথটবে গেয়ে ওঠে গান
ঝর্নার মতো ঝিরঝিরে সুখ
ছিটিয়ে দেয় শরীরে
আমার গায়েও তার ছাট এসে লাগছে।

আশ্চর্য হয়ে আমি দেখলাম—
আমার চোখের জল
কখন যেন
ওর বাথটবে ঝরে পড়ল।

সংসার ■ সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

কি সুন্দর ঘর-সংসার, একা একার তুমি, আমি...
রাত্রি দিনে আগল তো নেই—
নাড়ি বাঁধা এ আশ্রয়ে গৃহস্থালি এ রকম তো
কবে থেকেই।

রহস্যজাল এপাশ-ওপাশ এবং তার গান ফুরাল
ভালবাসার নামান্তরে—
প্রতিদিনই অধ্যায় শেষ, মুখের অনুকম্পাটুকু
একলা থেকে একলা করে।

ছোট গাছটি ■ জয়দেব মণ্ডল

ছোট গাছটি বেড়ে ওঠে অবহেলায়।
চোখে স্বপ্ন একদিন ছোঁবে উর্ধ্বগগন।
পায়ে পায়ে ফেরে মৃত্যুর বিভীষিকা
আশ্বাস্তিত তবু সবুজ প্রাণ।
জানে না দীর্ঘ প্রতীক্ষা র কবে অবসান।
দিন পাড়ি দেয় শামুকের পিঠে।
ধূসর পৃথিবীর ঘুনপোকা কুরে কুরে
খায় ফুসফুস।
বাতাসে নীল অবসাদ চিরে ফেলে হৃৎপিন্ড।
তবুও স্তব্ধ আকাশের হাতছানি বড় ভাল লাগে।
কি স্নিগ্ধ, কি মধুর স্বপ্নময়—চোখ বুজে আসে।

অন্তহীন ■ পিন্টু সাহা

ওই যে দূরে সাগর মাঝে
নৌকো ডুবো, ডুবো,
জানতে চাও তার কাছে
কিনারে ফেরার আনন্দ কী দুর্নিবার!

কিন্তু, কখনও—
জানতে চেয়ো না তার কাছে
কিনারেতেই যে ডুবে আছে।